

দুদক সংস্কার প্রতিবেদন

সারসংক্ষেপ

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন
১৫ জানুয়ারি ২০২৫

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

গৌরবময় জুলাই '২৪ গণঅভ্যুত্থানে চৌর্যতান্ত্রিক (ক্লেপ্টোক্রেটিক) সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ এখন একটি নতুন যাত্রার সন্ধিক্ষেপে। এই নতুন যাত্রার সোপান বিনির্মাণে রাষ্ট্রসংস্কারের অংশ হিসেবে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কোনো বিকল্প নেই। সেই উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের গেজেট প্রজ্ঞাপনের (এস.আর.ও. নম্বর ৩৩২-আইন/২০২৪) মাধ্যমে “দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন” গঠন করে। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের কার্যপরিধি হলো বিদ্যমান দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়িয়া তুলিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনা’ প্রস্তুতকরণ।

এই সংস্কার কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুসারে নিজ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে দুর্নীতি দমন-বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রকাশনা, বৈশ্বিক উত্তম চর্চা (global best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন এবং দুদক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতিমালা, প্রতিবেদন ও প্রকাশনা পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ (দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, আইনি কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, জবাবদিহিতা, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ সুশাসন, পেশাগত দক্ষতা, দুর্নীতি প্রতিরোধী ভূমিকা এবং আন্তঃএজেন্সি সমযোগিতা ও সমন্বয়) চিহ্নিত করে। সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহের পাশাপাশি এই সংস্কার কমিশন উক্ত ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে নানাবিধ পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের মতামত সংগ্রহ করেছে।

সংগৃহীত তথ্য, মতামত ও সুপারিশসমূহ বিচার বিশ্লেষণের পর, সংস্কার কমিশন দুদককে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে।

সাতটি অধ্যায়ে সজ্জিত এই প্রতিবেদনটির প্রথম অধ্যায়ে সংস্কার কমিশন গঠনের প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি এর গঠন, কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। দুর্নীতি দমনে দুদকের ওপর একক নির্ভরশীলতা কেন যথেষ্ট নয়, সে বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দুদক ও এতদসংক্রান্ত আইনের সংস্কার ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সকল উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য, সে সম্পর্কে কমিশন তার সুপারিশ তুলে ধরেছে।

দুদকের মর্যাদা ও গঠন-সংক্রান্ত বেশ কিছু আইনি ব্যবস্থা এর কার্যকারিতা, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এ অবস্থার উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে এই কমিশনের সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দুদকের এন্টিয়ারভুস্ত অপরাধের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও কর্মপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতার স্বার্থে যে ধরনের সংস্কার করা উচিত, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (পঞ্চম অধ্যায়) এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম (ষষ্ঠ অধ্যায়) বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। সবশেষে, সপ্তম অধ্যায়ে-এ এই প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের পথরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও আইনি সংস্কার

সুপারিশ-১: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে- “রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।”

সুপারিশ-২: রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করতে হবে। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে এই কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করতে হবে।

সুপারিশ-৩: বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

সুপারিশ-৪: রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সুপারিশ-৫: বাংলাদেশ উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির, বিশেষত, অর্থ পাচারের অন্যতম কারণ সুবিধাভোগী মালিকানার বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে যথাযথ আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতি। এই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো গড়ে তোলা গেলে কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে করে সুবিধাভোগী মালিকানার তথ্য গোপন করে অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সহজতর হবে। যথাযথ আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ-৬: নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

- রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
- সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং
- রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।

সুপারিশ-৭: সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৮: UN Convention against Corruption (UNCAC) এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৯: দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

সুপারিশ-১০: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া উচিত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মর্যাদা ও গঠন

সুপারিশ-১১: প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ-১২: ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পঁচিশে উন্নীত করতে হবে।

সুপারিশ-১৩: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে- “আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনূন্য ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।”

সুপারিশ-১৪: দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা উচিত।

সুপারিশ-১৫: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪; ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” নির্ধারণ করতে হবে।

সুপারিশ-১৬: প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।

সুপারিশ-১৭: প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে-

- পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;
- প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে;
- আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে;
- কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে;
- সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে;
- সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে;
- সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে;
- জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।

সুপারিশ ১৮: প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে-

- প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করবে;

- উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হলো- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ;
- কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে;
- কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে;
- উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে;
- কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়;
- কমিটি উন্মুক্ত শুনানিতে অনুসরণীয় Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করবে এবং এর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচার

সুপারিশ-১৯: দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানো ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে-

- দুদকের জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ের যাবাক কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পুনরায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের যাবাক কর্তৃক যাচাই-বাছাই না করা;
- দুদক কর্তৃক নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিচের অপরাধের অভিযোগের ক্ষেত্রে জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়কে অভিযোগ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।

সুপারিশ-২০: সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দুদকে অভিযোগ দায়ের করলে, যত দূর সম্ভব দুদক অভিযোগকারীকে অভিযোগের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা (অনুসন্ধান/তদন্ত/নিষ্পত্তি), কারণসহ, লিখিতভাবে অবহিত করবে মর্মে আইনি বিধান করতে হবে।

সুপারিশ-২১: দুদকের যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক)-এর অধিকতর স্বচ্ছতার স্বার্থে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে-

- দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫(৪) প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে (সম্ভব হলে, প্রতি মাসে ন্যূনতম দুই বার) যাবাকসমূহ পুনর্গঠন করা এবং একই ব্যক্তি যেন একাদিক্রমে দীর্ঘসময় যাবাকে দায়িত্ব পালন না করেন তা নিশ্চিত করা; এবং

- যাবাকের তিন সদস্যের মধ্যে একের অধিক প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা না রাখা।

সুপারিশ-২২: দুদকের তফসিলভুক্ত প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

- লিখিতভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট তথ্য (information) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরাসরি মামলা দায়েরপূর্বক তদন্ত কার্যক্রম শুরু করতে হবে;
- অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে কোনো বার্তা (message) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিংবা অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট তথ্য লিখিতভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত না হলে, উক্ত তথ্য বা বার্তার গুরুত্ব বিবেচনায় দুদক গোপন অনুসন্ধান (undercover inquiry) পরিচালনা করতে পারবে।

সুপারিশ-২৩: দুদক কর্তৃক একটি Prosecution Policy প্রণয়ন করতে হবে। এর মাধ্যমে অপরাধের মাত্রা ও জনস্বার্থ বিবেচনায় তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক তদন্তযোগ্য হবে, তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং অপরাধের ক্ষেত্রে দুদক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ২০ সংশোধনপূর্বক পুলিশকে কমিশন কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ-২৪: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করতে হবে। (উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করতে হবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে।)

সুপারিশ-২৫: বর্তমানে দুদকের কার্যালয় রয়েছে এমন প্রতিটি জেলায় অবিলম্বে “স্পেশাল জজ আদালত” প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরবর্তীকালে কোনো জেলায় দুদকের কার্যালয় স্থাপন করা হলে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ওই জেলায় স্পেশাল জজ আদালত প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ-২৬: দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে Plea bargaining ব্যবস্থার সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল নিবিড় পর্যালোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ করতে হবে। (এরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর অনেক দেশে দুর্নীতি দমন প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও গতিশীল করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই সংস্কার কমিশনের মতে দুদকের কার্যক্রমে, বিশেষত ছোট মাত্রার দুর্নীতি ও বিদেশে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে plea bargaining ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য নিবিড় পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।)

সুপারিশ-২৭: সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে NBR, CID, BFIU, Directorate of Registration সহ যে সকল এজেন্সির সহযোগিতা প্রতিনিয়ত দুদকের প্রয়োজন হয়, সে সব এজেন্সিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশে দুদককে সহযোগিতার জন্য ফোকাল পারসন নির্দিষ্ট করতে হবে।

সুপারিশ-২৮: অতি উচ্চমাত্রার দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দুর্নীতি, বিশেষত অর্থ পাচার তদন্তের ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক প্রতিটি অভিযোগের জন্য দুদকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সির উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

সুপারিশ-২৯: আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। (আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR

থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।)

সুপারিশ-৩০: CAG ও IMED কোনো দুর্নীতি উদঘাটন করলে কিংবা সন্দেহ করলে, তা যেন দুদকের নজরে আসে এবং দুদক প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে, তা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সুপারিশ-৩১: দুদকের মহাপরিচালকের সংখ্যা ৮ থেকে ১২ তে উন্নীত করে তাঁদের অধীনে নিয়োক্ত ১২টি অনুবিভাগ গঠন করা উচিত, যথা- (১) প্রশাসন, অর্থ ও মানবসম্পদ (২) প্রতিরোধ ও গণযোগাযোগ (৩) তথ্য প্রযুক্তি (৪) প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (৫) লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন (৬) তদন্ত-১ (৭) তদন্ত-২, (৮) বিশেষ তদন্ত (৯) মানিলন্ডারিং (১০) গোপন অনুসন্ধান-১ (১১) গোপন অনুসন্ধান-২ এবং (১২) অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা।

সুপারিশ-৩২: বর্তমানে শূন্য পদসমূহে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা কার্যকর করার স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব নতুন জনবল-কাঠামো প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

সুপারিশ-৩৩: দেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত লজিস্টিক সক্ষমতাসহ দুদকের জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুপারিশ-৩৪: বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় সচিব নিয়োগের বিধান করতে হবে। তবে সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা বিজ্ঞাপিত পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলে, মাতৃসংস্থা থেকে ছুটি সাপেক্ষে তিনি দুদকের সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেতে পারেন।

সুপারিশ-৩৫: মহাপরিচালক ও পরিচালক পদসমূহের (প্রেমণে বদলির মাধ্যমে নিযুক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক ব্যতীত) সকল নিয়োগ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় হতে হবে। তবে বিজ্ঞাপিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণকারী দুদকের অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের জন্য মহাপরিচালক পদের ৬০ শতাংশ ও পরিচালক পদের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষিত রাখতে হবে।

সুপারিশ-৩৬: মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক- প্রতিটি স্তরে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পদের নিয়োগ প্রেমণে বদলির মাধ্যমে হতে পারে। তবে তদন্ত, প্রসিকিউশন বা বিচারের স্বার্থে বিচারকর্ম বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে প্রেমণে আসা কর্মকর্তারা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

সুপারিশ-৩৭: দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে উল্লিখিত স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট গঠনের জন্য অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কিছুসংখ্যক স্থায়ী প্রসিকিউটর (১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ) নিয়োগের মাধ্যমে আইনের আংশিক বাস্তবায়ন শুরু করা যায় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ চুক্তিভিত্তিক আইনজীবীর পদ স্থায়ী প্রসিকিউটর দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩৩(১) পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

সুপারিশ-৩৮: দুদকের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান, ও প্রসিকিউশন সংক্রান্ত কার্যাদি এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৩৯: ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের লোকবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি একে দুদকের বিদ্যমান অনুবিভাগসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সরাসরি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

সুপারিশ-৪০: দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করে এর আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং একাডেমির মাধ্যমে সকল শ্রেণির কর্মকর্তাকে নিয়মিত বিরতিতে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৪১: দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২) বিলুপ্ত করতে হবে। (দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২) অনুসারে দুদকের কোনো কর্মচারীকে ৯০ (নব্বই)

দিনের নোটিশ বা বেতন প্রদান করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ব্যতীত অপসারণ করতে পারে। এই বিধান একদিকে যেমন ন্যায়বিচার নীতির পরিপন্থি, অন্যদিকে এর ফলে দুদকের কর্মীরা স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে কাজ করতে পারে না।)

সুপারিশ-৪২: দুদকের নিজস্ব তহবিলের (ফান্ড) ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার অনুমোদিত বাৎসরিক বাজেটের অর্থ দুদকের তহবিলে জমা হবে। পাশাপাশি দুদকের মামলায় আদায়কৃত জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের ন্যূনতম ১০ শতাংশ উক্ত তহবিলে জমা হবে।

সুপারিশ-৪৩: দুদকের নিজস্ব বেতন-কাঠামো তৈরি করতে হবে। এই বেতন-কাঠামোর আওতায় প্রাপ্য বেতনের পরিমাণ জাতীয় বেতন-কাঠামোর ন্যূনতম দ্বিগুণ হতে হবে। উপরন্তু, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান ও এতদসংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেন বেতনের বাইরেও পর্যাপ্ত ঝুঁকি ভাতা পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ-৪৪: নিয়মিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির (increment) পাশাপাশি কর্মদক্ষতার জন্য দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে দুদকের নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক প্রণোদনা (performance bonus) দিতে হবে।

সুপারিশ-৪৫: দুদককে অতিদ্রুত সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন তদন্ত বা গোয়েন্দা এজেন্সির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টার্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করে ফৌজদারি বিচারে সোপর্দ করতে হবে।

সুপারিশ-৪৬: দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি বিলুপ্ত করে একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন করতে হবে।

- প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ দুদকের নিজস্ব লোকবল এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত লোকবল সমন্বয়ে গঠিত হবে।
- প্রস্তাবিত অনুবিভাগ (ক) দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজ্য আচরণবিধির প্রতিপালন নিশ্চিত করবে ও এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আশ্রয় নেবে (খ) দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতিসহ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের ব্যাপারে গোপন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করবে (গ) দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করবে এবং (ঘ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উদ্যোগ নেবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

সুপারিশ-৪৭: বর্তমানে পরিচালিত প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দুদককে একটি দুর্নীতি প্রতিরোধী কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে এবং তদনুযায়ী স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত দুর্নীতি প্রতিরোধী কর্মকৌশলের আওতায় যে-সকল কর্মপরিকল্পনা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে, তন্মধ্যে রয়েছে-

- প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সকল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে নৈতিকতা, সততার চর্চা ও দুর্নীতিবিরোধী চেতনা বিকাশে যুগোপযোগী ও শিক্ষার্থী-বান্ধব উপাদানের অন্তর্ভুক্তি;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী কোর্স, প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপ ও ফেলোশিপ চালুকরণ;
- পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুদকের হটলাইন নম্বরের (১০৬) ব্যাপক প্রচার;
- গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেইসবুক, এক্স, ইন্সটাগ্রাম) কার্যকর দুর্নীতিবিরোধী টার্গেটেড প্রচারণা ও ক্যাম্পেইন;

- যে-সব আইন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষমতায়িত করে, ব্যাপক প্রচার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেইসব আইন (যেমন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১) সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
- মানবিক গুণাবলি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণে দুর্নীতিবিরোধী ও সততার চর্চার জন্য প্রচারণামূলক কর্মসূচি;
- তরুণ প্রজন্মের ভাবনায় ও অংশগ্রহণে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম;
- দুপ্রকের সঙ্গে দুর্নীতিবিরোধী বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমের প্রসার;
- জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে গণমাধ্যম ও নাগরিক অংশগ্রহণের উপযোগী ও সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণ;
- জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন করা এবং অন্য সকল জাতীয় ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও অনুষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী বার্তা প্রচার করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- তথ্য কমিশন ও সংশ্লিষ্ট নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ চ্যালেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীলতাসহ সকল নাগরিকের সমঅধিকার-ভিত্তিক তথ্যে অবাধ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

দুর্নীতি যে শুধুমাত্র শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সকল ধর্মীয় মানদণ্ডে একটি অগ্রহণযোগ্য, ঘৃণ্য, বৈষম্যমূলক, ধ্বংসাত্মক ও বর্জনীয় ব্যাধি, এই মানসিকতার বিকাশে সকল সম্ভাব্য, আকর্ষণীয় ও উদ্ভাবনী মাধ্যম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৌশলগত এবং টেকসই প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত রূপরেখা

সর্বশেষ অধ্যায় সাত-এ দুদক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প (৬ মাস), মধ্যম (১৮ মাস) ও দীর্ঘমেয়াদি (৪৮ মাস) পথরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত রূপরেখা

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নের মেয়াদ			বাস্তবায়নকারী
		স্বল্প (৬ মাস)	মধ্যম (১৮ মাস)	দীর্ঘ (৪৮ মাস)	
১	সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন				জাতীয় সংসদ
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন				সরকার
৩	বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা				সরকার
৪	স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন				জাতীয় সংসদ
৫	সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার				জাতীয় সংসদ
৬	নির্বাচনী আইনে সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা				জাতীয় সংসদ
৭	সেবাখাতের অটোমেশন				সরকার
৮	বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা				জাতীয় সংসদ
৯	আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে CRS এর বাস্তবায়ন				সরকার
১০	রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া				সরকার
১১	দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি				জাতীয় সংসদ
১২	ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীতকরণ				জাতীয় সংসদ
১৩	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন				জাতীয় সংসদ
১৪	দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ				জাতীয় সংসদ
১৫	দুদক আইনের ৭ ধারায় গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” নির্ধারণ				জাতীয় সংসদ

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নের মেয়াদ			বাস্তবায়নকারী
		স্বল্প (৬ মাস)	মধ্যম (১৮ মাস)	দীর্ঘ (৪৮ মাস)	
১৬	প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি				জাতীয় সংসদ
১৭					
১৮					
১৯	যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক)-এর সংস্কার				দুদক
২০					
২১					
২২	তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধান-ব্যবস্থা বিলোপ				দুদক
২৩	দুদক কর্তৃক Prosecution Policy প্রণয়ন এবং পুলিশকে কমিশন কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা প্রদান				জাতীয় সংসদ
২৪	দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ				জাতীয় সংসদ
২৫	দুদকের কার্যালয় রয়েছে, এমন প্রতিটি জেলায় স্পেশাল জজ আদালত প্রতিষ্ঠা				সরকার
২৬	Plea bargaining ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই				জাতীয় সংসদ
২৭	NBR, CID, BFIU, Directorate of Registration সহ যে সকল এজেন্সির সহযোগিতা প্রতিনিয়ত দুদকের প্রয়োজন হয়, সেইসব এজেন্সিতে ফোকাল পার্সন নির্দিষ্ট করা				দুদক
২৮	অতি উচ্চমাত্রার দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দুর্নীতির তদন্তে বিভিন্ন এজেন্সির সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন				দুদক
২৯	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধন				জাতীয় সংসদ
৩০	CAG ও IMED এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর				দুদক
৩১	দুদকের মহাপরিচালকের সংখ্যা ৮ থেকে ১২ তে উন্নীত করে তাদের অধীনে ১২টি অনুবিভাগ গঠন				দুদক
৩২	শূন্য পদসমূহে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা ও এই সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা কার্যকর করার স্বার্থে নতুন জনবল-কাঠামো প্রণয়ন				দুদক
৩৩	প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত লজিস্টিক সক্ষমতাসহ দুদকের জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা				দুদক
৩৪	বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় সচিব নিয়োগ				দুদক

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নের মেয়াদ			বাস্তবায়নকারী
		স্বল্প (৬ মাস)	মধ্যম (১৮ মাস)	দীর্ঘ (৪৮ মাস)	
৩৫	বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় মহাপরিচালক ও পরিচালক পদসমূহের (প্রেমণে বদলির মাধ্যমে নিযুক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক ব্যতীত) নিয়োগ				দুদক
৩৬	মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক- এই প্রতিটি স্তরে প্রেমণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগ ১০ শতাংশ এ সীমিত রাখা				দুদক
৩৭	স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট গঠন				দুদক
৩৮	দুদকের সার্বিক কার্যক্রম এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনা				দুদক
৩৯	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের লোকবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি একে দুদকের বিদ্যমান অনুবিভাগসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সরাসরি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা				দুদক
৪০	দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করে সকল শ্রেণির কর্মকর্তাকে নিয়মিত বিরতিতে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা				দুদক
৪১	দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২) এর বিলোপ				দুদক
৪২	দুদকের নিজস্ব তহবিল				জাতীয় সংসদ
৪৩	দুদকের নিজস্ব বেতন-কাঠামো				সরকার
৪৪	দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনা				দুদক
৪৫	বিভিন্ন তদন্ত বা গোয়েন্দা এজেন্সির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করে চাকুরী থেকে বহিষ্কার ও ফৌজদারি বিচারে সোপর্দ				দুদক

৪৬	অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি বিলুপ্ত করে একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন				দুদক
৪৭	দুর্নীতি প্রতিরোধী কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন				দুদক

সমাপ্ত

দূদক সংস্কার প্রতিবেদন